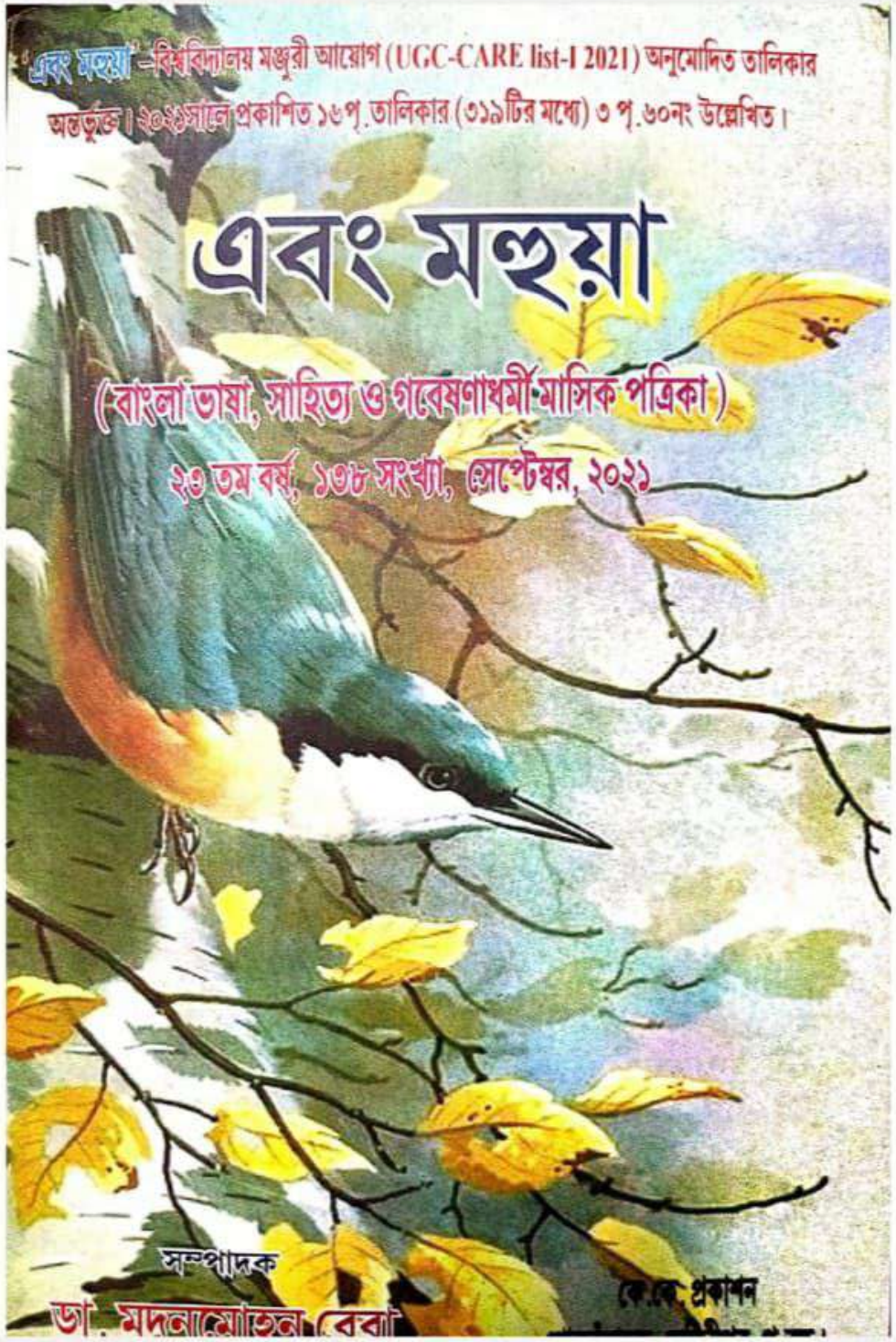

ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পক্ষেত্রের স্থিতাবস্থা - একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

ড. শুভব্রত চক্রবর্তী

ভূমিকা :

আর্থিক উন্নয়নের পথে জিডিপি বা জাতীয় আয়ে ক্ষেত্রগত অনুপাতের বির্বতন একটি অপরিহার্য বিষয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব পেশ করেছেন। ডেভিড রিকার্ডো কৃষিজমিকে প্রকৃতির এক মৌলিক এবং অবিনাশী সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্র ছিলো মানুষের প্রাথমিক লক্ষ্য। অতিরিক্ত চাহিদা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রশ্নে ধীরে ধীরে শিল্পক্ষেত্র এবং সেবাক্ষেত্র এই দুই এর বিকাশ ঘটে। অর্থনীতির চাকা চাহিদা এবং যোগান এই দুই এর ভারসাম্যের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। অপরদিকে চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতা বিভিন্নক্ষেত্রে আনুপাতিক নিয়োগ বা কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীল। যদি দেখা যায় আয়গত দিক থেকে কোনো ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটেছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তবে সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে একটি বিপরীত সমস্যা দেখা যায়। সেখানে কৃষিক্ষেত্রের আনুপাতিক আয় কমেছে কিন্তু আনুপাতিক কর্মসংস্থান সমহারে কমছে না। এর ফলে কৃষিজীবী মানুষের দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পেপারটির মূল আলোচ্য বিষয় তিনটি। প্রথমত: অর্থনীতিতে ক্ষেত্রগত বির্বতনের উপর যেসব মৌলিক তত্ত্বগুলি আছে তার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত। দ্বিতীয়ত: ভারতীয় অর্থনীতিতে এই বির্বতনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। তৃতীয়ত: ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র যে ক্ষেত্রগত বির্বতনের মৌলিক তত্ত্বগুলি অনুসরণ করতে পারে নি তার পেছনে কারণ অনুসন্ধান।

কিছু মৌলিক তত্ত্ব :

ফিশাল এবং ব্লার্কের তত্ত্ব অনুযায়ী (১৯৪০) যে কোনো অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং সেবাক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে এবং সেবাক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা যথাক্রমে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ হবে। ফলস্বরূপ মানুষ কৃষিক্ষেত্র থেকে তার প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত ভোগের জন্য ক্রমাগত শিল্পক্ষেত্র এবং সেবাক্ষেত্রর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। রোস্টো (১৯৬০) মত দিয়েছেন যে উন্নয়নের প্রথম ধাপে কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত আয় শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি ঘটাবে। ঠিক একই ভাবে পরবর্তী ধাপে শিল্পক্ষেত্র সেবাক্ষেত্রের উন্নয়নে সাহায্য করবে। এ